মউ এবং ইচ্ছাপত্রে আশ্বাস দেড় হাজার কোটির

অনিন্দ্য জানা • সিঙ্গাপুর

২০ অগস্ট: সিঙ্গাপুরের সফর থেকে অন্তত দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের আশ্বাস নিয়ে ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে যে 'মউ' এবং 'লেটার অফ ইনটেন্ট' সাক্ষরিত হয়েছে, তারই মোট হিসেবনিকেশ করে এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।

এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত বেঙ্গল এরিট্রোপলিস প্রাইভেট লিমিটেড (বিএপিএল) এবং চাঙ্গি এয়ারপোর্ট ইন্টারন্যাশনালের মধ্যে সাক্ষরিত 'মউ' নিয়ে। যেখানে বলা হয়েছে, ওই প্রকল্পে সিঙ্গাপুরের ইনস্টিটিউট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন একটি প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি তৈরি করার বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। সিঙ্গাপুরের ওই সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যৌথ ভাবেই প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করবে। একইসঙ্গে দুর্গাপুরের ওই প্রকল্পে নিজেদের ব্রান্ডশীদারি আরও বাড়িয়েছে চাঙ্গি এয়ারপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল। বিএপিএলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পার্থ ঘোষের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। রাজ্যের যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এই প্রকল্প বড় ভূমিকা নেবে।"

কলকাতার গঙ্গাতীরকে সাজিয়েগুছিয়ে তুলতে অর্থব্যয়ের জন্যও একটি 'মউ' সাক্ষরিত হয়েছে সিঙ্গাপুরের জিআইসি এবং এইচডিএফসি'র মধ্যে। বলা হয়েছে, ওই প্রকল্পে সাড়ে ৩২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হবে গঙ্গাতীরকে সাজিয়ে তুলতে। সেখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ এবং কর্পোরেট হাসপাতাল, একটি স্কুল, একটি করে ক্রিকেট ও ফুটবল অ্যাকাডেমি এবং একটি ফিল্মসিটি গড়ে তোলা হবে।

একইসঙ্গে 'লেটার অফ ইনটেন্ট' সই হল কেজেটার অ্যাগ্রো এবং সিঙ্গাপুরের ইনফা কো এশিয়ার মধ্যে। যাতে বলা হচ্ছে, দু'টি সংস্থা ডানকুনি ফুডপার্কের উন্নতিকল্পে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করবে। এই বিষয়েও যথেষ্ট আশাবাদী শিল্পমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পমন্ত্রীর কথায়, "এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের আশ্বাস সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের কোনও প্রকল্প সম্পর্কেই পাওয়া যায়নি।"

একটি 'মউ' সাক্ষরিত হল অ্যাক্সিস টেকনোলজিস এবং কম্পাস এনার্জির মধ্যে। যারা জাহাজ নির্মাণ এবং তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে। অমিত জানিয়েছেন, অ্যাক্সিস সিঙ্গাপুর থেকে তাইল্যান্ড, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকায় কাজ করে। এর ফলে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে অবিলম্বে ২০০ জনের কর্মসংস্থান হবে। একইসঙ্গে, আগামী দু'বছরের মধ্যে আরও পাঁচ থেকে ছ'শো লোকের কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

'মউ' সাক্ষরিত হয়েছে অবটি এবং উইলিয়াম সোনোমা'র মধ্যে। ঠিক হয়েছে, এর পরে একটি 'লেটার অফ ইনটেন্ট' সই হবে। যার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বিশ্বজুড়ে বিপণন করবে সোনোমা। ওই সংস্থার আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যে কাউন্টার আছে।

বস্তুত, 'মউ' এবং 'লেটার অফ ইনটেন্ট' মিলিয়ে মোট ১৩টি ক্ষেত্রে এমন 'সমঝোতা' হল আজ। যাকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে-আসা শিল্পোদ্যোগী এবং সরকারি আধিকারিকেরা 'বড় সাফল্য' বলেই দাবি করছেন। সরকারি এক আধিকারিকের কথায়, "শিল্প সম্মেলন ছাড়াও সরকারি তরফে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বৈঠক হয়েছে। সিঙ্গাপুর সরকারের নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গেও রাজ্য সরকারের বাছাই-করা অফিসারদের আলোচনা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই বলা যায় যে, একটা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।" অন্য এক আধিকারিকের কথায়, "সিঙ্গাপুরে যাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, দেখেছি কলকাতা, রাজারহাট এমনকী, বর্ধমানের আসানসোল সম্পর্কেও যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এতটা আমরাও আশা করিনি। তবে সেইজন্য আলোচনাও ফলপ্রসূ হয়েছে।"

দুর্গাপুরে বেঙ্গল এরিট্রোপলিস কেন্দ্রিক বসতি নিয়েও যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত রাজ্য সরকার। সিঙ্গাপুরের আরতানা নগরায়নের জন্য ওই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করবে। তারাই বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখবে। যা থেকে প্রশাসনের একাংশে মনে করছে, এই মডেলে রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে বেসরকারি পেশাদার হাতে নগরায়নের কাজ দে হয়, তা প্রমাণ করা যাবে। ভবিষ্যতে অন্যত্রও এই মডেল চালু করা যেতে পারবে।